



বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২০১৯



২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১

Website: www.bmeb.gov.bd, E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/২৩৩১১১৩৪৫৪৩১/মুসীগঞ্জ-৩৬/১০৪৬০/৭

তারিখ: ২৪.১১.২০১৯খ্রি.

বিষয়: অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মুসীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কাইচমালখা ওয়াহেদ আলী হাওলাদার মহিলা দাখিল মাদ্রাসার সুপারের বিভিন্ন অপকর্মের বিষয়ে দাতা সদস্য জনাব মো: তাজুল ইসলাম অত্র বোর্ডে একটি অভিযোগ দাখিল করেছেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন-মাদ্রাসার সুপার প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানো, নিজের কর্মরত প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের ভর্তি না করিয়ে নিজের নামে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় ছাত্রী ভর্তি করানো, মাদ্রাসার সম্পত্তি নিজ নামে লিখে নেয়ার অপকৌশল, স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে মাদ্রাসার এতিমখানা বন্ধ করে দেয়া এবং মাদ্রাসার অফিস কক্ষকে কাজী অফিস হিসেবে ব্যবহার করাসহ নানাবিধ অপকর্মের সাথে তিনি জড়িত (কপি সংযুক্ত)।

বর্ণিত অবস্থায় অভিযোগসহ সার্বিক বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ একটি প্রতিবেদন নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি বর্ণনা মোতাবেক (০৫ (৫০)) পাতা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
টঙ্গীবাড়ী, মুসীগঞ্জ।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে


২৬.১১.১৯

(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)

রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ফোন: ৯৬১২৮৫৮

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/২৩৩১১১৩৪৫৪৩১/মুসীগঞ্জ-৩৬/ /

তারিখ: .১১.২০১৯খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জেলা প্রশাসক, মুসীগঞ্জ;
২. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, টঙ্গীবাড়ী, মুসীগঞ্জ;
৩. সভাপতি, কাইচমালখা ওয়াহেদ আলী হাওলাদার মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর: পাঁচগাঁও, টঙ্গীবাড়ী, মুসীগঞ্জ;
৪. সুপার, কাইচমালখা ওয়াহেদ আলী হাওলাদার মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর: পাঁচগাঁও, টঙ্গীবাড়ী, মুসীগঞ্জ;
৫. জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম (অভিযোগকারী), গ্রাম: পয়সাগাঁও, ডাকঘর: স্বর্ণগ্রাম, টঙ্গীবাড়ী, মুসীগঞ্জ;
৬. পি ও টু চেয়ারম্যান/ পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৭. অফিস কপি।

(মোঃ ওমর ফারুক)

উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪

বরাবর

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বকশি বাজার, ঢাকা-১২১১।

**বিষয়ঃ কাইচ মালখা ওয়াহেদ আলী হাওলাদার দাখিল মহিলা মাদ্রাসার সুপারের প্রতারণা ও
দুর্নীতির তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রার্থনা।**

জনাব

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আবেদনকারী মোঃ তাজুল ইসলাম দাতা সদস্য কাইচমালখা ওয়াহেদ আলী হাওলাদার মহিলা দাখিল মাদ্রাসার ও সদস্য জেলা পরিষদ, মুন্সিগঞ্জ, উক্ত মাদ্রাসা ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখিত মাদ্রাসার সুপার মোঃ কাওসার হামিদ গত ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য কাইচ মালখা ওয়াহেদ আলী হাওলাদার মহিলা দাখিল মাদ্রাসার নামে ১৪ জন শিক্ষার্থীকে নির্বাচনী পরীক্ষা সহ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে ২০১৯ সালের দাখিল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করান। কিন্তু সাম্প্রতিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলে আমরা জানিতে পারি শুধুমাত্র ০৩ জনকে কাইচমালখা ওয়াহেদ আলী হাওলাদার মহিলা দাখিল মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। অন্য মেধাবী ১০জন ছাত্রীকে প্রতারণার মাধ্যমে সদ্য প্রতিষ্ঠিত (২০১৮ইং সনে) অভিযুক্ত সুপার জনাব কাওসার হামিদ দাখিল মাদ্রাসা অর্থাৎ তার নিজের নামে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। কাইচমালখা ওয়াহেদ আলী হাওলাদার মহিলা দাখিল মাদ্রাসার অতীতের পরীক্ষায় ১০০% পাশের নজির আছে। এখানে উল্লেখ্য সুপার মোঃ কাওসার হামিদ আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে দুর্নীতি করে নিজের নামের প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এহেন কার্যক্রম করেছেন। উপরোক্ত তথ্য প্রমানের জন্য কাইচমালখা ওয়াহেদ আলী হাওলাদার মহিলা দাখিল মাদ্রাসার ১ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণীর ছাত্রীদের হাজিরা খাতা ও শিক্ষক হাজিরার খাতা ও সুপারের মাদ্রাসার ছাত্রী ও শিক্ষক হাজিরার খাতা পরীক্ষা করিলেই সত্যতা প্রমানিত হইবে। আরও প্রকাশ পাইবে যে, কাইচমালখা ওয়াহেদ আলী হাওলাদার মহিলা দাখিল মাদ্রাসার ছাত্রীদের তার নিজ নামের মাদ্রাসায় নিয়ে ভর্তি করান। তদন্তে আরও প্রকাশ পাইবে জনাব দেওয়ান জাকির হোসাইন, সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিগত ১৫ইং নভেম্বর ২০০৮ রোজ শনিবার কাইচমালখা ওয়াহেদ আলী হাওলাদার মহিলা দাখিল মাদ্রাসার অভ্যন্তরে একটি এতিমখানার শুভ উদ্বোধন করেন। মাদ্রাসার অবস্থানকারী এতিম ছাত্রীদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ব্যবস্থাপনায় ছিল সুপার কাওসার হামিদ। কয়েক বৎসর এতিমখানা পরিচালনা করার পর মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ৮/৯ ফুট মাটি ভরাট করার পর কাওসার হামিদ আত্মীয়তার সূত্রে মাদ্রাসায় বসবাস করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে মাদ্রাসা সুষ্ঠু পরিচালনার শর্তে তাকে থাকতে অনুমতি দেওয়ার হয়। তাহার অনুরোধে বিনামূল্যে সুপারের নামে ২ শতাংশ সম্পত্তি রেজিঃ করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে কয়েক বৎসর পর কাওসার হামিদ ষড়যন্ত্র মূলকভাবে পুরা মাদ্রাসার সম্পত্তি নিজের নামে সম্পত্তির অংশ বৃদ্ধি করিয়া নতুন করিয়া দলিল করার চেষ্টা কালে সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে তার ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইলে ব্যর্থ হয় তার ষড়যন্ত্র এবং এজন্য সে এবং স্ত্রী অনেক তিক্কারের সম্মুখীন হয়। কিন্তু আত্মীয়তার সুবাদে তাহাকে মাদ্রাসা হইতে বহিষ্কার করা হয় নাই এবং সে আক্রমণে সে এতিম খানার এতিমদের

চলমান পাতা/২

সহিত অসৈজন্য মূলক আচরন করে মাদ্রাসা এবং এতিমখানা থেকে এতিমদের চলিয়া যাইতে বাধ্য করে এবং বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে আমাদের কাউকে কিছু না জানাইয়া এতিমখানা বন্ধ করিয়া দেয়। এতিমখানা সংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করিলে সমস্ত কিছুর সত্যতা প্রকাশ পাইবে। মাদ্রাসার সুপার হওয়ার পরে সে পাঁচগাও ইউনিয়নের কাজী হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয় এবং মাদ্রাসার অফিস তার কাজীর অফিস হিসাবে ব্যবহার করে। সুপার কাওসার হামিদের আরও কিছু প্রশ্নবিদ্ধ কর্মকাণ্ডের কথা তদন্তে কালে প্রকাশিত হইবে।

উল্লেখ্য থাকে যে, মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন, বিদ্যুৎবিল সহ সমস্ত খরচ আমরা নিজেরা বহন করে আসিতেছি।

অতএব, জনাব সমীপে প্রার্থনা কাওসার হামিদ, সুপার (উল্লেখিত মহিলা দাখিল মাদ্রাসার) এর বিরুদ্ধে অত্র আবেদনের প্রেক্ষিতে সরজমিনে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি। ইহা ছাড়াও সবার অজান্তে উক্ত কাওসার হামিদ কর্তৃক কাইচমালখা ওয়াহেদ আলী হাওলাদার মহিলা দাখিল মাদ্রাসার নতুন পরিচালনা কমিটি পাশ করার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সহ যে সকল স্থানে দাখিল করা হইয়াছে তাহা বাতিল সহ শিক্ষা বান্ধব স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ দ্বারা একটি নতুন কমিটি করার জন্য আপনার সদয় মর্জি কামনা করিতেছি।

বিনীত নিবেদক



মোঃ তাজুল ইসলাম
দাতা সদস্য ও জেলা পরিষদ সদস্য মুন্সিগঞ্জ।

মোঃ তাজুল ইসলাম
সদস্য, ওয়ার্ড নং-১০
জেলা পরিষদ, মুন্সিগঞ্জ।

